দৈনিক বাংলা

009

তারিখ ...11 JUL 1985...
পৃষ্ঠা... ... কলাম ...

কবি আহসান হাবীব আর নেই

॥ স্টাফ রিপোর্টার ॥

কবি আহসান হাবীব আর নেই। দীর্ঘ চল্লিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে বাংলা কাব্য-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ ও সৌন্দর্যমন্ডিত করে রেখে গতকাল ভোর সোয়া পাঁচ-টায় ঢাকা মেডিক্যাল হাসপাতালে তিনি ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্নালিল্লাহে .... রাজেউন) তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর।

গত একুশ বছর ধরে দৈনিক বাংলার সাহিত্য বিভাগের সম্পা-দক—দেশের এই বরেণ্য কবির মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজধানীর শিল্প, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অঙ্গন, সংবাদপত্র জগত এবং জ্ঞানী-গুণী মহলে শোকের ছায়া নেমে আসে। শান্ত সৌম্য, মৃদুভাষী অথচ দৃঢ় ব্যক্তিত্বের অধিকারী, জীবনের বৈষয়িক লোভ-লালসার অনেক ঊর্ধ্বে থেকেও দেশের সর্বাধিক সংখ্যক সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত এই মানুষটির মরদেহ শেষবারের মত দেখার জন্যে তাঁর মগবাজারের বাসায় ছুটে যান বহু লোক। সেখানে যান তথ্যমন্ত্রী জনাব সিরাজুল হোসেন খান, দৈনিক বাংলা ট্রাস্টের চেয়ারম্যান জনাব সালাউদ্দিন আহমদ, দৈনিক বাংলার প্রধান সম্পাদক কবি শামসুর রাহমান, সম্পাদক জনাব আহমেদ হুমায়ুন, বহু বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক ও শিল্পীরা, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দ,

শেষ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ

দৈনিক বাংলা

তারিখ ...11 JUL 1985...
পৃষ্ঠা... ... কলাম ...

কবি আহসান হাবীব

(১ম পৃঃ পর)

মরহুমের সহকর্মী সাংবাদিকরা। মগবাজারের একটি স্কুলের শিশু কিশোর ছাত্রছাত্রীরা সারিবদ্ধভাবে আসে তাদের শিক্ষকদের নেতৃত্বে। জানিয়ে যায় তাদের শেষ শ্রদ্ধা।

লিভারে সিরোসিস ও কনজে-সটিভ কার্ডিয়াক ফেলিউর রোগে আক্রান্ত কবি আহসান হাবীবকে ৫ই জুলাই সন্ধ্যায় ঢাকা মেডি-ক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিলো। তিনি চার নম্বর ওয়ার্ডের ২১ নম্বর বেডে প্রফে-সর মনিরুদ্দিনের চিকিৎসাধীন ছিলেন। গতকাল তাঁর চিকিৎসার জন্যে একটি মেডিক্যাল বোর্ড গঠনের কথা ছিল। কিন্তু এই দিন ভোরে অনেকটা সকলের অগোচরেই তিনি চিকিৎসার সমস্ত উদ্যোগ-আয়োজন পেছনে ফেলে চির নিদ্রার কোলে আশ্রয় নেন। ঐ সময় তাঁর শয্যাপাশে কেবল উপস্থিত ছিল তাঁর ছোট ছেলে মনজুরুল আহসান জাবের।

গতকাল সন্ধ্যার আগে এক শোক বিধুর পরিবেশে বনানী গোরস্থানে কবি আহসান হাবীবের মরদেহ দাফন করা হয়েছে। এর আগে বাংলা একাডেমী, জাতীয় প্রেসক্লাব ও তার কর্মস্থল দৈনিক বাংলা ভবনে মরহুমের কফিন বয়ে আনা হয়। বাংলা একাডেমী সকাল থেকেই কোরান খানির আয়োজন করে। এখানে অনুষ্ঠিত প্রথম জানাজায় সাবেক প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী-সহ শিল্পী, সাহিত্যিক, কবি, অধ্যাপকসহ মরহুম কবির অসংখ্য ভক্ত ও অনুরাগী শরীক হয়ে-ছিলেন। তারা কফিনে বিপুল-ভাবে ফুল ও ফুলের মালা অর্পণ করেন। দ্বিতীয় জানাজা অনু-ষ্ঠিত হয় জাতীয় প্রেসক্লাবে। ক্লাব কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ ফেডা রেল সাংবাদিক ইউনিয়ন ও ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের পক্ষ থেকে মরহুমের কফিনে পুষ্পার্ঘ নিবে-দন করা হয়। এরপর কফিন আনা হয় কবি আহসান হাবীবের দুই দশক কালেরও বেশি সময়ের কর্মস্থল দৈনিক বাংলা ভবনে। দৈনিক বাংলায় কফিন আনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সুদীর্ঘকালের সহ-কর্মীরা শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন। দৈনিক বাংলা ট্রাস্টের চেয়ারম্যান, সম্পাদক ও সহকর্মীরা কফিনে ফুলের মালা ও তোড়া অর্পণ করে লোকান্তরিত কবির প্রতি তাদের শেষ শ্রদ্ধা জানান। এখানে তার রুহের মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত অনুষ্ঠানের পর শেষ জানাজার জন্যে কফিন নিয়ে যাওয়া হয় বায়তুল মোকা-ররম মসজিদে। বাদ আছর সর্ব-স্তরের বিপুল সংখ্যক লোকের উপস্থিতিতে জানাজা অনুষ্ঠানের পর শুরু হয় শেষ যাত্রা—বনানী গোরস্থান অভিমুখে। লাশ দাফ-নের সময় তথ্য সচিব মঞ্জুর-উল-করিম গোরস্থানে গিয়েছিলেন।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি আহসান হাবীব ১৯১৭ সালে ২রা জানুয়ারী পিরোজপুরের শংকর পাশা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। স্কুলে পড়াশোনার সময়ই শুরু হয় তাঁর কাব্যচর্চা। চল্লিশ বছরেরও বেশি তিনি কাব্য চর্চায় ছিলেন নিবেদিত। পিতা হামিজ উদ্দীন ও মাতা জমিলা খাতুনের প্রথম পুত্র ছিলেন কবি আহসান হাবীব।

যখন তিনি পিরোজপুর হাই স্কুলের ছাত্র তখন তাঁর প্রথম লেখা প্রকাশিত হয় স্কুল ম্যাগা-জিনে। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর তিনি বরিশাল ব্রজ-মোহন কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু আর্থিক কারণে কলেজের পড়াশোনা আর চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। তাই জীবিকান্বেষণে তাঁকে পাড়ি জমাতে হয় কলকাতা। কলকাতায় তিনি ফজলুল হক সেলবর্ষী সম্পা দিত 'দৈনিক তকবীর' পত্রিকায় সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। সময় ১৯৩৭ সাল তখন তাঁর বেতন ছিল মাত্র ১৭ টাকা।

কলকাতায় থাকাকালীন সময়ে তিনি দৈনিক আজাদ, দৈনিক কৃষক মাসিক সওগাত, শিশু সওগাত, দৈনিক ইত্তেহাদ এবং আকাশবাণীর কলকাতা কেন্দ্রে চাকরি করেন। ঢাকায় এসে তিনি প্রথম চাকরি নেন দৈনিক আজাদ ও মাসিক মোহা-ম্মদীতে। এর পর দৈনিক ইত্তেহাদ, সাপ্তাহিক প্রবাহ এবং ফ্রাঙ্কলিন বুক প্রোগ্রামসেও চাকরি করেন। দৈনিক বাংলার (সাবেক দৈনিক পাকিস্তানসহ) প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে তিনি আমৃত্যু এই পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদক ছিলেন।

কলকাতা যাওয়ার আগেই সাপ্তা হিক দেশ, সাপ্তাহিক মোহাম্মদী, সাপ্তাহিক হানাফী, মাসিক মোয়া-জ্জিন ইত্যাদি পত্রপত্রিকায় তাঁর কবিতা প্রকাশিত হতে থাকে। কলকাতায় গিয়ে আহসান হাবীব তখন শুধু 'হাবীব' নামে লিখ-তেন। তাঁর কবিতার মতোই মৃদু-ভাষী আহসান হাবীব কিছুটা নিভৃতচারীও ছিলেন।

কবিতা, সমালোচনা ও মনস্ত-ত্বের বই পড়তে ভালোবাসতেন তিনি। বাংলাদেশের অনেক কবি-সাহিত্যিক তাঁর প্রত্যক্ষ সাহায্য-সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন।

ছায়া ছবির প্রতি আহসান হাবী-বের বিপুল আকর্ষণ ছিল। গানের প্রতি ছিল তাঁর দুর্বার আকর্ষণ। অতুল প্রসাদের গান শুনতে পেলে আহসান হাবীব নাওয়া-খাওয়া ভুলে যেতেন। নিঃসঙ্গ ভ্রমণ ও সিগারেটের প্রতি ছিল তার দারুণ আকর্ষণ। দেশ বরেণ্য নন্দিত এই কবির অসংখ্য কবিতা স্কুল-কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

১৯৪৭ সালের ২১শে জুন বগুড়ার নামাজগড় নিবাসী মোহ-সীন আলী মিয়ার কন্যা সুফিয়া খাতুনকে বিয়ে করেন আহসান হাবীব। চার সন্তানের জনক তিনি। দুই ছেলে মঈনুল আহ-সান সাবের ও মঞ্জুরুল আহসান জাবের, দুই কন্যা কেয়া চৌধুরী ও জোহরা নাসরীন।

আহসান হাবীবকে যাঁরা জানেন তারা সবাই জানেন—আমৃত্যু তিনি সাহিত্যের জন্যে কাজ করে গেছেন। ভালোবেসে গেছেন এ দেশের মাটি ও মানুষকে।

কবিতার বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশে সর্বাধিক সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন কবি আহসান হাবীব। বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬১), আদমজী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬৪), রাষ্ট্রীয় একুশে পদক (১৯৭৮), নাসিরউদ্দীন স্বর্ণপদক, আবুল মনসুর আহমদ সাহিত্য পুরস্কার অলক্ত সাহিত্য পুরস্কার, ইউ-নেস্কো সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬০-৬১) বাংলাদেশ লেখিকা সংঘ পদক, কবিতালাপ সাহিত্য পুরস্কার (১৯৭৮), পদাবলী পুরস্কার (১৯৮২), কবি আবুল হাসান স্মৃতি পুরস্কার (১৯৮৪) প্রভৃতি তাঁর প্রাপ্ত উল্লেখযোগ্য পুরস্কার।

১৯৪৭ সালে তাঁর প্রথম কাব্য গ্রন্থ 'রাত্রি শেষ' প্রকাশিত হয়। ছায়া হরিণ (১৯৬২- সারা দুপুর (১৯৬৪) আশায় বসতি (১৯৭৪ মেঘ বলে চৈত্রে যাবো (১৯৭৬), দু হাতে দুই আদিম পাথর (১৯৮০), প্রেমের কবিতা (১৯৮১) এবং বিদীর্ণ দর্পণে মুখ (১৯৮৫) উপন্যাসঃ আরণ্য নীলিমা (১৯৬১) জাফরানী রং পায়রা (পত্রিকায় প্রকাশিত)। শিশু কিশোর সাহিত্যঃ জ্যোৎস্না রাতের গল্প (৫০-এর দশকের মাঝামাঝি) রাণী খালের সাঁকো (ঐ), ছুটির দিন দুপুরে (ছড়া ১৯৭৮) এবং বৃষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুর (ছড়া) ১৯৭৭।

এছাড়াও তিনি কাব্যলোক নামে একটি কাব্য গ্রন্থের সম্পাদনা করেছেন। তাঁর অনূদিত [illegible] বইয়ের নাম হচ্ছে বিশ্বের সেরা গল্প। তার প্রতিটি কাব্য গ্রন্থেরই বেশ কয়েকটি করে সংস্করণ প্রকা-শিত হয়েছে।